ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
****

স-৭১৬

আগরতলা,২৬ মে,২০১৮

নয়াদিল্লিতে আন্তঃরাজ্য পরিষদের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী
ত্রিপুরার মতো রাজ্যে বন সংরক্ষণ ও উন্নয়নে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা থাকা দরকার

পরিবেশ ও জৈব বৈচিত্র্য রক্ষা ও সংরক্ষণ এবং আবহাওয়া পরিবর্তনের বিষয়টি কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েরই দায়িত্ব রয়েছে। তাই এই বিষয়টি সংবিধানের কেন্দ্রীয় তালিকায় না রেখে ৭ম সিডিউলের আনুষঙ্গিক তালিকায় রাখা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। গতকাল তিনি নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত আন্তঃরাজ্য পরিষদের ত্রয়োদশ স্থায়ী কমিটির পুঞ্চী কমিশনের রিপোর্টের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন। এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং।

মুখ্যমন্ত্রী এই বৈঠকে দরিদ্রের মধ্যে দরিদ্রতম লোকদের আর্থ-সামাজিক মান উন্নয়নে তাঁর অঙ্গীকারের কথা জানিয়ে বলেন, এই অঙ্গীকার পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের 'অন্ত্যোদয়' চিন্তাধারা বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তিনি পাবলিক প্রাইভেট অংশীদারিত্বের ব্যাপারে পুঞ্চী কমিশনের সুপারিশকে স্বাগত জানান এবং এই উদ্যোগ দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। ত্রিপুরার মতো যেসব রাজ্যের বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে বন, সেখানে কৃষি ও শিল্পের জন্য তুলনামূলক কম সুযোগ থাকে। তাই এসব রাজ্যে বন সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা থাকা দরকার। তিনি বলেন, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনে রাজ্যগুলির জন্য অর্থ বন্টনের সময় এই বিষয়টিকে মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। সুশাসনের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন যে, তাঁর সরকার নাগরিকদের সুশাসন দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ এবং এই কাজে তাঁর সরকারের মূল মন্ত্র হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' এবং তাঁদের সমস্ত কাজকর্মই এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে রূপায়িত হচ্ছে।

বৈঠকে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থ, কর্পোরেট বিষয়ক, রেল ও খনি মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল, সামাজিক ন্যায় ও উন্নয়ন দপ্তরের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থাবরচাঁদ ঘেলট, সড়ক পরিবহণ, জল পরিবহণ ও জাতীয় সড়ক বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি, আইন ও ন্যায়, ইলেকট্রনিক্স ও আই টি বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবি শংকর প্রসাদ, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড. হর্ষবর্ধন ও বিভিন্ন রাজ্যের মন্ত্রীগণ।

মুখ্যমন্ত্রী পরে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর এবং তথ্য ও সম্প্রচার দপ্তরের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কর্ণেল রাজ্যবর্ধন রাঠোড়ের সাথে সাক্ষাৎ করলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তাঁকে রাজ্যের বিভিন্ন শহরের টাউন হলগুলিকে খেলাধূলার বিকাশে কাজে লাগাতে পরামর্শ দেন।

*****২-এর পাতায়**

মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে আগরতলার নেতাজী সুভাষ আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জিমকে উন্নত করে আন্তর্জাতিক মানের করে তুলতে প্রয়োজনীয় সহায়তা এবং কিছু প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। প্রত্যুত্তরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তাঁর মন্ত্রকের সম্পূর্ণ সহায়তার আশ্বাস দেন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'ফিট ইন্ডিয়া' লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন খেলার আসরের আয়োজন করতে পরামর্শ দেন। তাছাড়া, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান রাজ্যে কেন্দ্রীয় সহায়তায় একটি স্পোর্টস কমপ্লেক্স গড়ে তোলা যেতে পারে। সেজন্য রাজ্যকে ৫০-৬০ একর জমি চিহ্নিত করতে হবে বলে মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী রাঠোড়। তাছাড়া, মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে একটি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব মাস কমিউনিকেশন (IIMC)-এর আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপনের জন্য অনুরোধ করলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এ ব্যাপারে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে আশ্বাস প্রদান করেন।

মুখ্যমন্ত্রী যোগাযোগ দপ্তরের কেন্দ্রীয় রাজ্য মন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্ব) মনোজ সিনহার সাথেও দেখা করেন এবং কম খরচে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত ভালো ইন্টারনেট পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার বিষয়েও আলোচনা করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী সিনহা তাঁর মন্ত্রকের সম্পূর্ণ সহায়তা দানের আশ্বাস দেন এবং বলেন, যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত প্রথম পর্যায়ে ভারত নেট প্রকল্পের আওতায় আসেনি (১ম পর্যায়ে রাজ্যের ৮০ শতাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত হয়েছে) সে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতকে দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা হচ্ছে।

*****